জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি
NATIONAL SOCIAL WELFARE POLICY

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডিসেম্বর, ২০০৫

ভূমিকা

১.০ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এর থেকে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সমাজকল্যাণ মনোবৃত্তি। পারস্পারিক সহমর্মিতা, ধর্মীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক বন্ধন ও দায়িত্ব, পরিবেশগত প্রভাব, দলবদ্ধভাবে আত্মরক্ষা, অনৈতিক কর্মকান্ড প্রতিরোধ, সমাজ সচেতনতা, পরোপকারী মনোবৃত্তি ও আদর্শ সমাজ গঠনের অভিপ্রায় হতে মানুষের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের উৎপত্তি হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজকল্যাণ একটি পৃথক দর্শন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১.১. এ উপমহাদেশের সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে গৌরবময় ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস থাকলেও ভারত বিভক্তির কারণে তদানীন্তন সময়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে ভারত হতে আগত মোহাজেরগণ অভিবাসন গড়ে তোলে। এর ফলে বেশকিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য জাতিসংঘ থেকে প্রেরিত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার ১৯৫৫ সালে Dhaka Urban Development Board গঠন করেন। এ বোর্ডের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঢাকার কায়েতটুলিতে ঐ বছরেই পরীক্ষামূলকভাবে Urban Community Development Project (UCDP) চালু করা হয়। এ সময়ে ১৯৫৬ সালে স্বেচছাসেবী সমাজকর্মকে অনুপ্রাণিত ও প্রাতিষ্ঠানিক করণের জন্য গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। এ পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন সৃষ্টির পাশাপাশি ১৯৫৭ সালে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম প্রবর্তন করে। ১৯৬১ সালে ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে হস্তান্তরিত সরকারী এতিমখানা (State Orphange) এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর' সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত হয় এবং ১৯৭৮ সালে সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগ (Department) হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' নামে নামকরণ করা হয়। ১৯৮৯ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একক নামে একটি সম্পূর্ণ পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৬ সালে গঠিত জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ১৯৮৪ সালে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাষ্ট এবং ২০০০ সালে গঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ হিসেবে ন্যস্তকরা হয়।

১.২ সমাজকর্মের যাত্রালগ্নে এদেশে সমাজকর্মের দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি আনুষ্ঠানিক স্বেচছাসেবী সমাজকর্ম অন্যটি পেশাজীবী সমাজকর্ম। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে সমাজকর্ম শহর এলাকায় পুনর্বাসনমূলক কাজে সীমাবদ্ধ থাকলেও স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী দেশব্যাপী উন্নয়নমূখী সমাজকর্মের দিগন্ত বিস্তৃত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানে সমাজকল্যাণের কর্মক্ষেত্রসমূহের দিক নির্দেশনা প্রদানসহ সমাজকল্যাণের কতিপয় ক্ষেত্রে সাংবিধানিক অঙ্গীকার প্রদান করা হয় - যা নিঃসন্দেহে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে গৌরবময় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে সংবিধানের ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১.৩ সনাতনী অর্থে সমাজকল্যাণকে সমাজের অবহেলিত, দুঃস্থ, অসহায়, অক্ষম এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের সেবামূলক কার্যক্রমকে বুঝানো হলেও বর্তমানে তা পেশাদার মনোভাব ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা করা হয় যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি ও দলকে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে উন্নতমানের জীবনধারা এবং ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্ক লাভে সাহায্য করে এবং তাদের পূর্ণ ক্ষমতার বিকাশ, পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি লাভে সহায়তা করে। বাংলাদেশে অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি বা জনগণের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। অসুবিধাগ্রস্থ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, ভবঘুরে, ভাসমান, পথশিশু, গৃহহীন ও সামাজিক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হওয়ায় তাদের সমস্যা নিরসনে, ক্ষমতায়নে ও উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

১.৪ বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রচলিত ও বাস্তবায়িত সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করলে সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং মৌলনীতি লক্ষ্য করা যায়। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা, সামাজিক স্বীকৃতি ও গুরুত্ব প্রদান। প্রতিটি ব্যক্তি বা জনসমষ্টির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি প্রদান।
- কোন ব্যক্তি বা সমাজ এর আচার-আচরণ ও পরিবেশকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করা। যে কোন সমস্যা সমাধানে সামাজিক অঙ্গীকার ও মূল্যবোধের গুরুত্ব সর্বাধিক বিধায় সামাজিক সম্পদ, শক্তি, মনন ও পরামর্শকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।
- পরিবারকে সামাজিক বন্ধন এবং উন্নয়নের মৌলিক একক (Basic Unit) হিসেবে গণ্য করে পরিবার উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।
- সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়ন, পেশাগত প্রশিক্ষণদান এবং বিভিন্ন পেশাগত সংগঠনকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিতকরণ।
- বেসরকারী পর্যায়ে সমাজকর্মকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠন সৃষ্টি, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং তাদেরকে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

১.৫ বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত পরিচালিত সমাজকর্মের পরিধি ব্যাপক না হলেও দিন দিন তার দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশকে প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে সঠিক চাহিদা নিরূপণ করে উপযুক্ত পদ্ধতিতে সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড পরিচালনা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে যুগোপযোগী ও সুপরিকল্পিত সমাজকল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আর এ অপরিহার্যতাকে বিবেচনায় রেখে, দেশের দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্থ মানুষের কল্যাণ সাধন, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধশালী সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে 'জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি-২০০৬' প্রণয়ন করা হলো।

জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

২.১ জনগণের অংশগ্রহণ ও স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু সর্বাধিক ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;

২.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী ও সামাজিকভাবে বিপথগামী অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন ও পুনর্বাসনপুর্বক সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;

২.৩ অসহায়, দরিদ্র জনগণের জন্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৪ দরিদ্র অসহায় রোগীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান এবং প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসন;

২.৫ দুঃস্থ, এতিম, পথশিশু, অসুবিধাগ্রস্থ শিশুসহ সকল শিশুর পরিচর্যা, বিকাশ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কল্যাণ, উন্নয়ন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৬ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সমাজসেবা অধিদফতরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জনবলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি;

২.৭ সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান;

২.৮ সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন (সহায়তা প্রদান/বাস্তবায়ন);

২.৯ প্রকল্প বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পদের ব্যবহার।

৩.০. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন Programmes on socio economic development and improvement of life standard for the poor) :

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী, টেকসই এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩.১. কর্মকৌশল ঃ

৩.১.১ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ;

৩.১.২ স্থানীয় সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৩ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৪ পরিবার ভিত্তিক দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পরিচালন;

৩.১.৫ কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ।

৩.২. কার্যক্রম ঃ

৩.২.১. দরিদ্র এবং চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে সংগঠিত করে গ্রাম ও শহর এলাকায় তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল/ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠন, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং অর্থকরী লাভজনক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণসহ কার্যকর পুনর্বাসন। দুঃস্থ, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস এবং মূল্যবোধের বিকাশ সাধন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের জন্য লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.২.২. প্রতিটি পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক শিক্ষা, সাক্ষরজ্ঞান, পুষ্টি উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, কুসংস্কার প্রতিরোধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.২.৩. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে বিকশিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;

৩.২.৪. স্বেচছাসেবী সমাজকর্মীদের সংগঠিত করে সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানবিক চাহিদা পূরণ ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধকরণসহ আকস্মিক দুর্ঘটনা, দুর্যোগ দুর্বিপাক মোকাবেলা। বিবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাংগন, দুর্ঘটনা, এসিড নিক্ষেপ এর শিকার, অসহায় ব্যক্তি/জনগোষ্ঠির সার্বিক কল্যাণ এবং পুনর্বাসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;

৩.২.৫. বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তৃণমূল পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক প্রদেয় সেবা ও সুযোগ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংযোগ স্থাপন।

৪.০ <u>শিশু কল্যাণ (PROGRAMMES ON CHILD WELFARE) :</u>

সমাজের অবহেলিত, এতিম ও দুঃস্থ এবং অসহায় শিশুদের লালন পালন, ভরণপোষণ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অপরিহার্য। এ জন্য নিম্নবর্ণিত কলা-কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা ঃ

৪.১ <u>কর্মকৌশল ঃ</u>

৪.১.১ শিশুর দৈহিক ও মানসিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.১.২ চরম দুর্দশাগ্রস্ত এবং বিপন্ন শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং সমাজভিত্তিক সেবা প্রদান;

৪.১.৩ পথ শিশু ও ছিন্নমূল শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

৪.১.৪ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিশু সন্তানদের উপযুক্ত পরিবেশে লালন-পালন ও শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ ;

৪.১.৫ সরকারী শিশু পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লালিত পালিত শিশুদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসন;

৪.১.৬ সরকারী শিশু পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত মেয়ে শিশুদের বিবাহ ও অন্যান্য উপায়ে পুনর্বাসন;

৪.১.৭ বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত এতিম শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৪.১.৮ শিশু পাচাররোধে জনমত সৃষ্টি এবং পাচারের শিকার এবং অসহায় শিশুদের নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থাকরণসহ নিজ পরিবারে/পরিবেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থাকরণ ;

৪.১.৯ নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;

৪.১.১০ সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের সমন্বয়করণ।

৪.২ **<u>কার্যক্রম ঃ</u>**

৪.২.১ বাংলাদেশে পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন পরিত্যক্ত (শূন্য হতে পাঁচ বছর বয়সী) শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য ছোটমণি নিবাস/অনুরূপ সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.২.২ পিতৃহীন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টিসহ উপযোগী শিক্ষা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে প্রয়াস;

৪.২.৩ প্রতিষ্ঠানসমূহে অবস্থিত শিশুদের শিশু অধিকারের ভিত্তিতে স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সরকারী চাকুরীর কোটা অনুযায়ী চাকুরী প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান। এ সকল শিশুদের কল্যাণে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের সংস্কার অথবা নতুন আইন/বিধি প্রণয়ন;

৪.২.৪ কর্মকালীন সময়ে কর্মজীবী মহিলাদের অথবা মাতৃহীন শিশুদের দিবাকালীন যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন, মানসিক ও শারীরিক বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৪.২.৫ পথ শিশু এবং সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিশু সন্তানদের উপযুক্ত পরিবেশে লালন-পালন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য অভ্যন্তরীণ/বহিঃসম্পদের এবং কারিগরী সহায়তায় কর্মসূচী/প্রকল্প গ্রহণ।

৫.০. **সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন ও পুনর্বাসন (Correction and rehabilitation of the deliquents and offenders) :**

সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এরূপ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্তে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ও সুপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

৫.১ **কর্মকৌশল ঃ**

৫.১.১ সামাজিক প্রতিবন্ধী, অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি, কিশোর অপরাধী ও নৈতিকভাবে বিপথগামী, ভবঘুরে, নিরাপদ হেফাজতে প্রেরিত মহিলা ও শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ ;

৫.১.২ অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধনের লক্ষ্যে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ ও গুরুত্ব প্রদান ;

৫.১.৩ বাদী-বিবাদীর মধ্যে আদালতের সহায়তায় সমঝোতার সৃষ্টির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তিপূর্বক দ্রুত সংশোধন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৫.১.৪ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি ;

৫.১.৫ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক বিরূপ মনোভাব দূরীকরণে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;

৫.১.৬ সংশোধনী কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সময় কারাভোগের পর উত্তম আচরণের জন্য প্যারোলে কারামুক্তি এবং সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ ; এবং

৫.১.৭ থানা হাজত/কারাগারে অবস্থিত মহিলা ও শিশু কিশোরদের সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ব্যবস্থাকরণ ।

৫.২ **কার্যক্রম ঃ**

৫.২.১ শাস্তি নয়, সংশোধন - এ লক্ষ্যে কিশোর সংশোধনী কার্যক্রম, প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রম পরিচালনা;

৫.২.২ কিশোরদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে সকল প্রকার কিশোর অপরাধী এবং অপরাধ প্রবণ কিশোরদের কিশোর আদালতে বিচার কার্য পরিচালনা, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে

থাকার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের জন্য খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টিসহ নানাবিধ যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কিশোরদের কর্মমুখী ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৫.২.৩ প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রমের অধীন প্রথম বারের মত অপরাধ সংগঠনকারী ব্যক্তিকে সমাজে একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ দানের প্রয়োজনে অপরাধের কারণ নির্ণয়পূর্বক সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ। কারাগারের কলুষিত পরিবেশ থেকে রক্ষা করে প্রয়োজনে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অপরাধীর নিজ এলাকার জনগণের মাঝে তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান। সংশোধনমূলক পন্তায় ক্রমবর্ধমান অপরাধীর সংখ্যা কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.২.৪ কারাগার অভ্যন্তরে কয়েদীদের সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষা দান, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত করে অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে উদ্বুদ্ধকরণসহ দরিদ্র ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনে আর্থিক ও আইনী সহায়তা প্রদান;

৫.২.৫ কারাগার অভ্যন্তরে কয়েদীর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আগ্রহকে বিবেচনায় রেখে তাদের এমন সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে করে কারাভোগ শেষে এলাকায় ফিরে স্বকর্মসংস্থানে অসুবিধা না হয়, এ ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.২.৬ থানা হাজত/কারাগারে অবস্থানরত মহিলা ও শিশু কিশোরদের কারাগারে না রেখে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা;

৫.২.৭ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান ভবঘুরেদের বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে চিহ্নিত পূর্বক ভবঘুরেদের আশ্রয়, ভরণ পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসা, বিনোদন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করে ভবঘুরে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন কার্যক্রম পরিচালনা। ভবঘুরেদের সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসনের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অধিক সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিতকরণ;

৫.২.৮ দারিদ্রতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অসৎ প্ররোচনায় কিশোরী ও যুব মহিলাদের যে অংশ অনৈতিক জীবন যাপন বিশেষ করে যৌনকর্ম পেশা অবলম্বন করে, সে সব সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের সার্বিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চিকিৎসা, সংশোধনী কার্যক্রম, রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বিবাহ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনাপূর্বক অনৈতিক ও মূল্যবোধহীন কার্যকলাপের বিপক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.২.৯ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কল্যাণে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় সাধন এবং সমাজে এদের সম্পর্কে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি; এবং

৫.২.১০ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সমাজে পুনর্বাসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

৬.০. <u>সামাজিক নিরাপত্তা (SOCIAL SECURITY) :</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী প্রবর্তনের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। অসহায় এবং সামাজিক সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৬.১ <u>কর্মকৌশল ঃ</u>

৬.১.১ বয়স্ক এবং অত্যন্ত অসহায় ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান ;

৬.১.২ এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ;

৬.১.৩ দগ্ধজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ।

৬.২ **কার্যক্রম ঃ**

৬.২.১ দেশের বিশেষ অসহায় জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র বয়স্ক জনগোষ্ঠী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা, বিভিন্ন শ্রেণীর অসচছল প্রতিবন্ধী, সমাজের বিশেষ অংশ, বেকার, অসচ্ছল জাতীয় বরেণ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দেশের সার্বিক আর্থিক অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে সকলকে বা বিশেষ অংশকে ভাতা প্রদান, চিকিৎসা প্রদান, আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা ;

৬.২.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীকে জোরদার ও বিস্তৃকরণের লক্ষ্যে বিশেষ গবেষণা সেল, জাতীয় ভিত্তিক কমিটি গঠন এবং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতদবিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.০. **সেবা ও কল্যাণ (WELFARE AND SERVICES) :**

দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান এবং প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন, এ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সকল মহলকে উৎসাহব্যঞ্জক পরামর্শ এবং সহযোগিতার কর্মকৌশল অনুসরণ।

৭.১ **রোগী কল্যাণ (WELFARE FOR THE PATIENTS) :**

অসহায়, দুঃস্থ এবং সমস্যাগ্রস্থ অসুস্থ রোগীদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সহায়তা, চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি, মানসিক সান্ত্বনা প্রদান ও মনোবল অক্ষুন্ন রাখাসহ পুনর্বাসনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৭.১.১ **কর্মকৌশল ঃ**

৭.১.১.১ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা, বিশেষ করে ডাক্তারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং চিকিৎসা গ্রহণের জন্য রোগীকে মানসিকভাবে প্রস্তুতকরণ।

৭.১.১.২ দুঃস্থ রোগীদের সাহায্যার্থে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ;

৭.১.১.৩ সুচিকিৎসা পাওয়ার জন্য রোগীকে সহায়তা প্রদান ;

৭.১.১.৪ দরিদ্র রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ; এবং

৭.১.১.৫ প্রয়োজনবোধে জটিল রোগগ্রস্থ দরিদ্র রোগীকে সুচিকিৎসার জন্য অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ।

৭.১.২ **কার্যক্রমের রূপরেখা ঃ**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে আগত/অবস্থানরত অসহায়, সমস্যাগ্রস্ত এবং দরিদ্র রোগীদের সেবায় নিম্নরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৭.১.২.১ হাসপাতালে আগত রোগীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনপূর্বক তাদের মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিষয়কে বিবেচনায় এনে রোগীর সুস্থতা বিধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, সংক্রামক

রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান ;

৭.১.২.২ সকল ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত দরিদ্র, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিহ্নিত করে রোগের ধরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পরবর্তী সহায়তা প্রদান ;

৭.১.২.৩ হাসপাতালে আগত দরিদ্র রোগীদের সকল প্রকার সেবাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসা সমাজকর্মী, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় স্বেচছাসেবী এবং দানশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে রোগী কল্যাণ সমিতি। এ সমিতির সকল কার্যক্রমে আইনানুগ সমর্থন, আর্থিক সহায়তা ও নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ ; এবং

৭.১.২.৪ দরিদ্র রোগীদেরকে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ, রক্ত, পথ্য, কৃত্রিম অংগ, চশমা ও ক্রাচ সরবরাহসহ চরম দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা পরবর্তী আর্থিক সহায়তাসহ রোগীকে নিজ বাড়ীতে প্রেরণ ও স্থানীয় সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে সামাজিক পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান।

৮.০. প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম (Welfare programmes for the persons with disabilties) :

শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি ও শ্রবণ এবং বাক প্রতিবন্ধীসহ দগ্ধ অথবা এসিড নিক্ষেপের ফলে প্রতিবন্ধীত্ব বরণকারীদের কল্যাণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য সকল প্রকারের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৮.১ কর্মকৌশল ঃ

৮.১.১ প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নের জন্য সুযোগ সুবিধা ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান ;

৮.১.২. দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদেরকে অংশগ্রহণে সম্পৃক্তকরণ এবং এ প্রেক্ষিতে তাদেরকে উপযোগী করে গড়ে তোলা ;

৮.১.৩. প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয় সাধন ;

৮.১.৪ প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানসহ তাদের সহজ চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৮.১.৫ সমাজে প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজের গ্রহণযোগ্যতা আনয়নে সচেতনতা সৃষ্টি ; এবং

৮.১.৬ প্রতিবন্ধীদেরকে সমাজের মূলধারায় একীভূতকরণ।

৮.২ কার্যক্রমের রূপরেখা ঃ

৮.২.১ শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণ এবং বাক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং কার্যকর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সেবা কার্যক্রমকে উৎসাহিতকরণ ;

৮.২.২ সরকারী পর্যায়ে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমুহে অবস্থিত নিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণসহ যথাযথ যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ সাধন করে সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৮.২.৩ সকল শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত সকল কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ;

৮.২.৪ প্রতিবন্ধীদের নিজস্ব প্রয়োজনে প্রতিবন্ধকতা সহায়ক যন্ত্রপাতি যেমন ঃ শ্রবণ যন্ত্র, হুইল চেয়ার, ব্রেইল প্রেস, কৃত্রিম অংগ, প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকাদি এবং প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন সামগ্রী কাঁচামাল আমদানীতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ ;

৮.২.৫ এসিড বা অন্য কোন কারণে দগ্ধজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সহায়তার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ ;

৮.২.৬ সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রণীত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ। প্রয়োজনে সকল শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রতিবন্ধী তহবিল গঠনকরণ। সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিগত নিবন্ধন প্রদান নিশ্চিতকরণ ; এবং

৮.২.৭ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকারের নাগরিক সুবিধা গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদানে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ।

৯.০. সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম (Programmes on the prevention of immoral activities) :

সামাজিক অনাচার, নৈতিক ও মুল্যবোধের অবক্ষয়, কুসংস্কার সম্বন্ধে জনমত সৃষ্টি, প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর্মসূচী প্রণয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.১ কর্মকৌশল ঃ

৯.১.১ সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ ;

৯.১.২ সামাজিক অনাচার, নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ ;

৯.১.৩ সামাজিক অনাচার, নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ।

৯.২ কার্যক্রম ঃ

৯.২.১ যৌতুক ও বাল্য বিবাহ বিরোধী জনমত সৃষ্টিকারী কার্যক্রম পরিচালনা ;

৯.২.২ অনাচারের কারণে সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ;

৯.২.৩ মাদকাশক্তি, নেশা গ্রহণের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ এবং মাদক ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ ;

৯.২.৪ জুয়া ও গণিকাবৃত্তিসহ নৈতিক অবক্ষয়জনিত কর্মকান্ড নিরুৎসাহিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।

১০.০. দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Programmes on training and skill development) :

সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমাজকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

১০.১ কর্মকৌশল ঃ

১০.১.১ দেশের সমাজকল্যাণ/সমাজকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে পেশাগতভাবে আরো সম্পৃক্ত ও তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও গবেষণা পরিচালনা করা।

১০.২ **কার্যক্রমের রূপরেখা ঃ**

১০.২.১ জাতীয় ভিত্তিক সমাজকল্যাণ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি। সমাজকল্যাণ বিষয়ে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক অগ্রগতিকে বিবেচনায় নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রণীত পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও নতুন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন ;

১০.২.২ দেশের সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে সমাজকল্যাণ বিষয়ক পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণসহ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ক ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও নীতি নির্ধারণী আলোচনার আয়োজন ;

১০.২.৩ দেশের জনগণের মাঝে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টি.ভি, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটসহ বিবিধ গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনগণের মাঝে এতদবিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টিকরণ ; এবং

১০.২.৪ দেশের স্বেচছাসেবী ও পেশাজীবী বিশিষ্ট সমাজকর্মীদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় সম্মান প্রদানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

১১.০. **সামাজিক ক্ষমতায়ন (Programmes on community empowerment) :**

দেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার নিরসনকল্পে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী স্বেচছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, তত্ত্বাবধান, পেশাগত পরামর্শ প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতা, আর্থিক ও প্রকল্প সহায়তা প্রদান এবং এতদসংক্রান্ত আইন ও বিধি সংশোধন ও যুগোপযোগী করণ।

১১.১ **কর্মকৌশল ঃ**

১১.১.১ বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম সরকারী কর্মকান্ডের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলা ;

১১.১.২ বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংস্থার কার্যক্রমের উন্নয়ন ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদান।

১১.২ **কার্যক্রম ঃ**

১১.২.১ বেসরকারী স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

১১.২.২ নিবন্ধীকৃত বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন ;

১১.২.৩ নিবন্ধীকৃত বেসরকারী স্বেচছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্তকরণ ;

১১.২.৪ বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহকে অনুদান, প্রকল্প এবং পেশাগত সহায়তা প্রদান।

১২.০. **উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম (Development programmes /projects) :**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানকল্পে নিয়মিতভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ তা যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবী সমাজকর্মীদের সুচিন্তিত মতামতের আলোকে প্রকল্প নির্ধারণকরণ।

২৫.১. **কর্মকৌশল ঃ**

১২.১.১ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতর এর কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ;

১২.১.২ বেসরকারী সমাজকল্যাণ সংস্থার কার্যক্রম উন্নয়নে গৃহীত কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

১৩.০. **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন কার্যক্রম (Observance of national and international days) :**

১৩.১. **কর্মকৌশল ঃ**

১৩.১.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সামাজিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন।

১৩.২. **কার্যক্রমের রূপরেখা ঃ**

১৩.২.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনসচেতনতা সৃষ্টি ;

১৩.২.২ সামাজিক সমস্যা সমাধানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে আরো শক্তিশালীকরণ ; এবং

১৩.২.৩ সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন দিবস পালনের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংহতি বৃদ্ধিকরণ।

১৪.০. **উপসংহার ঃ**

জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি একটি সুশৃংখল, টেকসই এবং জনকল্যাণমুখী সমাজকর্মের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের জন্য প্রণীত। সমাজকর্মকে একটি পৃথক এবং বিশেষায়িত সেবা ও কল্যাণধর্মী পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, নীতির আলোকে সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন, তা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক অঙ্গীকার এবং পেশাজীবী ও স্বেচছাসেবী সমাজকর্মীদের সহযোগিতা আবশ্যক।

সময়ের বিবর্তন ও প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি মূল্যায়ন, পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন এবং সংশোধনের ব্যবস্থা থাকবে। জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় কমিটি এবং কমিটির আওতায় প্রয়োজনবোধে উপ-কমিটি গঠন করা যাবে। দেশে স্বচ্ছ, কার্যকর এবং জবাবদিহিতামূলক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি’ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।